callto**islam**.

بســــــم الله الرحمن الرحــــيم

লেখকের কথা
ইসলামী আক্বীদাহ (মৌলিক ধর্মবিশ্বাস)

بسم الله الر حمن الر حيم

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذبا لله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسو له.

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি তাঁরই কাছে সাহায্য চাই, এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা নিজেদের এবং নিজেদের কার্যকলাপের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন তাকে কেউ বিপথগামী করতে পারে না এবং যাকে তিনি বিপথগামী করেন তাঁকে কেউ হেদায়েত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই। আরও আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। অতঃপর, এই পুস্তিকায় আক্বীদা (মৌলিক বিশ্বাস) সংক্রান্ত বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব ক্বোরআন ও বিশুদ্ধ হাদীছ থেকে দলীল প্রমাণ সহ উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে করে জবাবের বিশুদ্ধতার প্রতি পাঠকের প্রশান্তি লাভ হয়। কেননা, তাওহীদের (একত্ববাদ) বিশ্বাসই হচ্ছে মানবের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভের ভিত্তি। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এর দ্বারা মুসলিমদের উপকৃত করেন এবং তাঁরই জন্য এ আমলকে খালেছ করেন নেন।

মুহাম্মদ বিন জামীল যাইনু

ইসলামের ভিত্তি সমূহ :

প্রশ্ন-১ : জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বললেন : আপনি আমাকে ইসলামের পরিচয় বলে দিন।

উত্তর-১ : রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন : ইসলাম হল :

(১) তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই) এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল (অর্থাৎ আল্লাহ মুহাম্মদ ﷺ কে তাঁর দ্বীন প্রচারের জন্য প্রেরণ করেছেন)।

(২) ছালাত কায়েম করবে (অর্থাৎ বিনয়-নম্রতা ও প্রশান্তির সাথে ছালাতের আরকানগুলো আদায় করবে)।

(৩) যাকাত প্রদান করবে (যখন কোন মুসলিম ৮৫ গ্রাম সোনা কিংবা ৫৯৫ গ্রাম রুপার কিংবা এতদোভয়ের একটির সমপরিমাণ মুদ্রার মালিক হবে, তখন পূর্ণ এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আড়াই শতাংশ যাকাত প্রদান করবে। আর মুদ্রা ছাড়া অন্যান্য ধন-সম্পদের যাকাতের নির্ধারিত পরিমাণ রয়েছে)।

(৪) রমাযান মাসে সিয়াম পালন করবে (অর্থাৎ আহার করা, পান করা, স্ত্রী সহবাস ও অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজ হতে ফজর হওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিরত থাকবে)।

(৫) এবং তুমি যদি সামর্থবান হও তাহলে আল্লাহ্র ঘরের হজ্ব পালন করবে। (মুসলিম)

ঈমানের ভিত্তি সমূহ :

প্রশ্ন-১ : জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম নবী মুহাম্মদ ﷺ কে বললেন : আপনি আমাকে ঈমানের পরিচয় বলে দিন।

উত্তর-১ : আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন : ঈমান হল-(১) তুমি আল্লাহর উপর ঈমান আনবে। (একথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ্ হলেন সৃষ্টিকর্তা ও সত্যিকারের মাবুদ। তাঁর মান-সম্মানের উপযুক্ত

বিভিন্ন নাম ও গুণাবলী রয়েছে সৃষ্টির সাথে তাঁর কোন তুলনা নেই)। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. (سورة الشورى-١

(অর্থাৎ-তাঁর সমতুল্য কিছুই নেই। এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। (সূরাতুশ শূরা-১১)

(২) তাঁর মালাইকাদের (ফেরেশতা) উপর ঈমান আনবে (তারা নূরের সৃষ্টি, আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য তারা সৃষ্ট, আমরা তাদের দেখতে পাই না)।

(৩) আল্লাহ্‌র কিতাব সমূহের উপর ঈমান আনবে : (তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও ক্বোরআন। কোরআন হচ্ছে তাদের রহিতকারী)।

(৪) আল্লাহ্‌র রাসূলদের উপর ঈমান আনবে : (প্রথম রাসূল হলেন নূহ আলাইহিস সালাম এবং সর্বশেষ রাসূল হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

(৫) ক্বিয়ামাহ্‌ দিবসের উপর ঈমান আনবে : (পুনরুত্থান দিবস, যেদিন মানুষের হিসাব-নিকাশের জন্য তাদের পুনর্জীবিত করা হবে)।

(৬) এবং ভাল হোক-মন্দ হোক তাক্বদীরের উপর ঈমান আনবে : (আল্লাহ্‌ তা'আলা যা ভাগ্যে রেখেছেন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা উপায়-উপকরণের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে)।

বান্দার উপর আল্লাহ্‌র হক্ব :

প্রশ্ন-১ : আল্লাহ তা'আলা আমাদের কেন সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর-১ : আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের এ জন্য সৃষ্টি করেছেন যাতে আমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করি এবং অন্য কিছুকে তাঁর সাথে অংশীদার না করি। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী :

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد ون. (سورة

الذاريات-٥٦

(এবং আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। (সূরা জারিয়াত : ৫৬ আয়াত)।

রাসূলের ﷺ বাণী :)

حق الله على العباد أن يعبدوه، ولايشر كوا بـه شيئا) (متفق عليه

(বান্দার উপর আল্লাহর হক্ব বা দাবী হল যে, তারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)।

প্রশ্ন-২ : ইবাদত অর্থ কি?

উত্তর-২ : ইবাদতের অর্থ হচ্ছে : ঐ সমস্ত কাজ ও কথা, যেগুলি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পছন্দ করেন। যেমন : দো'আ ছালাত, বিনয়-নম্রতা ইত্যাদি। ইবাদত সম্পর্কে আল্লাহ্ বারী তা'আলা বলেন :

قل إن صلاتي ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين.

(سورة الأنعام-١٦٢

(হে নবী! আপনি বলুন, আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ, বিশ্ব জগতের রব আল্লাহর জন্য নিবেদিত।

(সূরা আন'আম ৬ঃ১৬২ আয়াত)।

নুসুকী (نسكى) অর্থাৎ আমার জীবজন্তু কুরবানী।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন :)

وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه)

(حديث قدسى رواه البخارى

(আমি বান্দার উপর যা কিছু ফরজ করেছি তার চেয়ে বেশী প্রিয় অন্য কিছু নেই, যা দিয়ে সে আমার নিকটবর্তী হতে পারে। (হাদীছে কুদসী, বুখারী)।

প্রশ্ন-৩ : আমরা কিভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করব?

উত্তর-৩ : আমরা আল্লাহর ইবাদত সেইভাবে করব যেভাবে আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূল ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

يـآأيـهـا الذيـن ءامنـو اأطيـعـو األلـه وأطيـعـوا الر سـول ولاتبـطلـوا أعمـالكم. (سـورة محـمـد-٣٣

(হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং স্বীয় আমল নষ্ট করো না। (সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ঃ৩৩ আয়াত)।

নবী ﷺ কারীম বলেছেন :

(من عمل عملا ليس عليـه أمرنا فهو رد) (رواه مسلم

(যে কেউ এমন কোন আমল করল, যার স্বপক্ষে আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত। অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য নয়। (মুসলিম)।

প্রশ্ন-৪ : আমরা কি ভয় এবং আশা নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করব?

উত্তর-৪ : হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই ভয় এবং আশা নিয়ে আল্লাহর ইবাদত করব। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল ইয্‌যত বলেন :

وادعوه خوفا وطمعا. (سورة الأعراف-٥٦)

এবং তোমরা ভয় এবং আশা নিয়ে আল্লাহকে ডাক। (সূরা আরাফ, ৭ঃ৫৬ আয়াত)।

নবী কারীম ﷺ বলেছেন :

(أسال الله الجنة، وأعوذ به من النار) (رواه أبو داؤد)

আমি আল্লাহর নিকট জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই। (আবু দাউদ)।

প্রশ্ন-৫ : ইবাদতে ইহ্সানের অর্থ কি?

উত্তর-৫ : ইবাদত আদায় করতে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

الذى يراك حين تقوم. وتقلبك فى الساجدين. (سورة الشعراء-٢١٩)

যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি (ছালাতে) দন্ডায়মান হও এবং সিজ্দাহ্কারীদের মধ্যে গমনাগমন কর। (সূরা শুআরা, ২৬ঃ২ ১৮-২ ১৯ আয়াত)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

(الإحسان : أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فانه يراك) (رواه مسلم)

ইহ্সান হল : তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও (অর্থাৎ দেখার অনুরূপ মনে করতে না পার) তাহলে এরূপ মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। (মুসলিম)

তাওহীদের শ্রেণী বিভাগ ও উহার ফলাফল

প্রশ্ন-১ : আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত রাসূলদের কেন প্রেরণ করেছিলেন?

উত্তর-১ : আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত রাসূলদের একমাত্র তাঁর ইবাদতের প্রতি আহবান করার জন্য এবং আল্লাহ্র সাথে যাবতীয় শির্কের মূলোৎপাটনের জন্য প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. (سورة النحل-٣٦)

নিশ্চয় আমি প্রত্যেক উম্মতের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যেন তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত থেকে বিরত থাক। (সূরা নাহল, ১৬ঃ৩৬ আয়াত) (আল্লাহ্ ব্যতীত মানুষ যার ইবাদত করে এবং ডাকে, আর যে এ কাজে রাজী খুশি থাকে তাকে তাগুত বলে)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

(والأنبياء إخوة.. ودينهم واحد) الحديث متفق عليه)

নবীরা একে অপরের ভাই ও তাদের সবার দ্বীন এক। (বুখারী ও মুসলিম)

প্রশ্ন-২ : রবের একত্ববাদ অর্থ কি?

উত্তর-২ : রবের একত্ববাদের অর্থ হল আল্লাহ্কে তাঁর কাজে একক হিসাবে মান্য করা। যেমন : সৃষ্টি করা, পরিচালনা করা, ব্যবস্থাপনা করা ও অন্যান্য কার্য সমূহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন :

الحمد لله رب العالمين. (سورة الفاتحة-١:١)

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য. যিনি বিশ্বজগতের রব। (সূরা ফাতিহা, ১ঃ১ আয়াত)। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

(أنت رب السموات والأرض..) (متفق عليه)

হে আল্লাহ! আপনি আসমান ও যমীনের রব। (বুখারী ও মুসলিম)।

প্রশ্ন-৩ : মাবুদের একত্ববাদের অর্থ কি?

উত্তর-৩ : মা'বুদের একত্ববাদের অর্থ হল-সমস্ত ইবাদতকে আল্লাহর জন্য খালেছ করে নেয়া। যেমন : দু'আ করা, যবেহ করা, নযর (মানত) করা, ছালাত আদায় করা, সব কাজে তাঁর উপর আশা ও ভরসা করা, সব বিষয়ে তাঁকেই ভয় করা এবং যাবতীয় কাজে তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وإلهكم إله واحد لآ إله إلاهو الر حمن الرحيم. (سورة البقرة-١٦٣)

এবং তোমাদের মা'বুদ এক। পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের আর কোন মা'বুদ নেই। (সূরা বাক্বারাহ ২ঃ১৬৩ আয়াত)। নবী কারীম ﷺ বলেছেন :

(فليكن أول ما تدعو هم إليه، شهادة أن لاإله إلا الله) (متفق عليه)

তুমি সর্বপ্রথম যে বস্তুর দিকে তাদেরকে দাওয়াত দিবে, তা আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই বলে সাক্ষ্য দান হওয়া উচিত। (বুখারী ও মুসলিম)

প্রশ্ন-৪ : আল্লাহ্ তা'আলার উত্তম নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদের অর্থ কি?

উত্তর-৪ : আল্লাহ্ তা'আলা ক্বোরআন মজীদে নিজের যে সমস্ত উত্তম গুণাবলীর কথা বর্ণনা করেছেন অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশুদ্ধ হাদীছে আল্লাহর যে সমস্ত গুণাবলী বর্ণনা করেছেন সেগুলো যথার্থভাবে মেনে নেয়া। এর মধ্যে তাবীল (অপ্রকৃত অর্থ গ্রহণ), তজসীম (দেহের সাথে তুলনাদান), তমছীল (সাদৃশ্য দান), তা'তীল (অস্বীকৃতি) এবং তকঈফ (ধরণ বা প্রকৃতি নির্ণয়)-এর পদ্ধতি গ্রহণ করবে না। যেমন : ইসতেওয়া (আরশে সমাসীন হওয়া), নুজুল (আল্লাহ তা'আলার অবরতণ), হাত ইত্যাদি গুণাবলীকে সেভাবে মেনে নেয়া, যেভাবে আল্লাহর মর্যাদার উপযোগী হয়। আল্লাহ জাল্লা জালালুহু বলেন :

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. (سورة الشورى-١١)

কোন কিছুই তাঁর সমতুল্য নয়, আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। (সূরা শু'রা ৪২ঃ১১ আয়াত)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(ينزل الله فى كل ليلة إلى سماء الدنيا) (صحيح رواه أحمد)

আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি রাত্রে প্রথম আকাশে অতরণ করেন। (মুসলিম, আহমদ)

প্রশ্ন-৫ : আল্লাহ্ পাক কোথায় আছেন?

উত্তর-৫ : আল্লাহ তা'আলা আসমান সমূহের উর্ধ্বে আরশের উপর আছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الر حمن على العرش استوى (سورة طه-٥)

অর্থাৎ রহমান (পরম করণাময়) আরশে সমাসীন হলেন। (সূরা ত্বাহা, ২০ঃ৫ আয়াত)।

(ইসতাওয়া অর্থাৎ, উর্ধ্বে ও উপরে উঠলেন। যেভাবে বুখারী শরীফে তাবেঈনদের (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে এবং নবীজী ﷺ বলেছেন

إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق...فهو مكتوب عنده فوق العرش) (رواه البخارى)

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিরাজিকে সৃষ্টি করার পূর্বে একটি কিতাব লেখেন। আর ঐ কিতাবটি আল্লাহর নিকট আরশের উপর লিখিত)। (বুখারী)

প্রশ্ন-৬ : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কি আমাদের সাথে আছেন?

উত্তর-৬ : আল্লাহ তাঁর শ্রবণশক্তি ও তাঁর জ্ঞান অনুসারে আমাদের সাথে আছেন। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী :

قال لا تخافا إننى معكما أسمع وأرى. (سورة طه-٤٦)

তোমরা ভয় করো না, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি তোমাদের কথা শুনছি ও দেখছি। (সূরা ত্বাহা, ২০ঃ৪৬ আয়াত)

নবী কারীম ﷺ বলেছেন :

إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. (أي بعلمه) رواه مسلم

নিশ্চয়ই তোমরা সামী (সর্বশ্রোতা)-কে ডাকছ। যিনি তোমাদের নিকটবর্তী আর তিনি তোমাদের সাথে আছেন। (অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান অনুসারে) (মুসলিম)

প্রশ্ন-৭ : তাওহীদের ফলাফল কি?

উত্তর-৭ : তাওহীদের ফলাফল হচ্ছে-আখিরাতে সর্বকালের শাস্তি থেকে নিরাপত্তা লাভ করা, দুনিয়াতে হিদায়েত লাভ এবং গুনাহ্ থেকে মার্জনা লাভ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الذين ءامنو أولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. (سورة الأنعام-٨٢)

যারা ঈমান আনল এবং স্বীয় ঈমানকে যুল্‌মের (শির্‌ক) সাথে মিশ্রিত করল না, তাদের জন্যই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী। (সূরা আন'আম ৬ঃ৮২ আয়াত)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

(حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا (متفق عليه)

আল্লাহর উপর বান্দার হক্ব হল যে, তিনি ঐ ব্যক্তিকে শাস্তি দিবেন না, যে ব্যক্তি কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করে না। (বুখারী ও মুসলিম)

আমল কবুল হওয়ার শর্তাবলী :

প্রশ্ন-১ : আমল কবুল হওয়ার শর্তাবলী কি?

উত্তর-১ : আল্লাহ গাফুরুর রাহীমের নিকট 'আমল কবুল হওয়ার তিনটি শর্ত আছে।

এক : আল্লাহ ও তাঁর তাওহীদের উপর ঈমান আনা। আল্লাহ তা'আলা

বলেন :

إن الذين ءامنوأ وعملو اﺍالصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. (سورة الكهف-١٠٧)

নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, তাদের উপভোগের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। (সূরা কাহাফ, ১৮ঃ১০৭ আয়াত)।

নবীজী ﷺ বলেছেন :

(قل امنت بالله ثم استقم) (رواه مسلم)

তুমি বল, আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি, আর এর উপর অটল থাক। (মুসলিম)

দুই : ইখলাছ : উহা হচ্ছে, লোক দেখানো বা শুনানো ব্যতিরেকে খালেছ নিয়তে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য 'আমল করা। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন :

فادعو االله مخلصين له الدين. (سورة المؤمن-١٤)

এবং তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর তাঁর জন্য দ্বীনকে খালেছ করে। (সূরা-আলমু'মিন-১৪)

নবী কারীম ﷺ বলেছেন :

من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة (صحيح رواه البزار وغيره)

যে ব্যক্তি খালেছ নিয়তে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (বায্যার ও অন্যান্যরা, ছহীহ হাদীছ)।

তিন : রাসূল ﷺ যা কিছু নিয়ে এসেছেন সে অনুযায়ী 'আমল করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ومآ ءاتاكم الر سول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوأ. (سورة الحشر-٧)

রাসূল ﷺ তোমাদেরকে যা কিছু প্রদান করেন তা গ্রহণ কর এবং যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। (সূরা হাশর, ৫৯:৭ আয়াত)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

من عمل عملا ليس عليه أمر نا فهو رد. (اى غير مقبول) رواه مسلم

যে ব্যক্তি এমন কোন 'আমল করল, যা আমাদের শরীয়তে নেই, সে 'আমল গ্রহণযোগ্য নয়। (মুসলিম)।

শির্কে আকবর (বড় শির্ক) ও উহার শ্রেণী বিভাগ

প্রশ্ন-১ : শির্কে আকবর বা বড় শির্ক কি?

উত্তর-১ : শির্কে আকবর হল গাইরুল্লাহর নামে ইবাদত করা। যেমন : দু'আ করা, যবেহ করা ইত্যাদি। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী :

ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذامن الظالمين. (سورة يونس-١٠٦)

এবং তুমি গাইরুল্লাহকে ডেকো না, যা তোমার লাভ ও ক্ষতিসাধন করতে পারবে না, আর যদি তুমি তা করে নাও তাহলে অত্যাচারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। (সূরা ইউনুস, ১০:১০৬ আয়াত)।

রাসূলের ﷺ বাণী :

أكبر الكبائر : الإشر اك بالله وعقوق الو الدين وشهادة الزور. (رواه مسلم)

সবচেয়ে বড় গুনাহ্ হল আল্লাহর সাথে শরীক করা, মা-বাপের অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা। (মুসলিম)

প্রশ্ন-২ : আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ্ কি?

উত্তর-২ : আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গুনাহ্ হল শির্‌কে আকবর বা বড় শির্‌ক। এর প্রমাণ আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের বাণী :

يابني لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. (سورة لقمان-١٣)

[লুক্বমান (আলাইহিস সালাম) তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেন] হে আমার প্রিয় বৎস! তুমি আল্লাহর সাথে শির্‌ক করো না, নিশ্চয়ই শির্‌ক হল মহা অত্যাচার। (সূরা লুক্বমান, ৩১ঃ১৩ আয়াত)। আর যখন রাসূলকে ﷺ জিজ্ঞেস করা হল যে, কোন গুনাহ্ সবচেয়ে বড়, তখন তিনি বললেন, তা হল যে :

أن تجعل لله ندا وهو خلقك. (متفق عليه)

তুমি আল্লাহ্‌র জন্য কোন অংশীদার সাব্যস্ত করবে অথচ তিনি (আল্লাহ) তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

প্রশ্ন-৩ : বর্তমান উম্মতের মধ্যে কি শির্‌ক বিদ্যমান আছে?

উত্তর-৩ : হ্যাঁ, বর্তমান উম্মতের মধ্যেও শির্‌ক বিদ্যমান আছে। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী :

وما يؤمن أكثر هم بالله إلا وهم مشر كون. (سورة يوسف-١٠٦)

এদের অনেকেই ঈমান আনে কিন্তু সাথে সাথে শির্‌ক করে। (সূরা ইউসুফ, ১২ঃ১০৬ আয়াত)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشر كين وحتى تعبد الأوثان. (صحيح رواه التر مذى)

ক্বিয়ামাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার উম্মতের কিছু

গোত্র মুশরিকদের সাথে না মিলবে এবং দেব-দেবতার পূজা না করবে। (তিরমিযী, ছহীহ)।

প্রশ্ন-৪ : মৃত ও অনুপস্থিত ব্যক্তিদের আহবান করা কি?

উত্তর-৪ : তাদের আহবান করা শিরকে আকবর বা বড় শির্ক। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

فلا تدع مع الله إلها ءاخر فتكون من المعذبين. (سورة الشعر اء-٢١٣)

তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বুদকে আহবান করো না, অন্যথায় তুমি শাস্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে। (সূরা শু'আরা, ২৬ঃ২১৩ আয়াত)

রাসূল ﷺ বলেছেন :

من مات وهو يدعو من دون الله ندادخل النار. (رواه البخاري)

যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মারা গেল যে, সে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আহবান করে, সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (বুখারী)

প্রশ্ন-৫ : দু'আ কি ইবাদত?

উত্তর-৫ : হ্যাঁ, দু'আ হচ্ছে ইবাদত। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন :

وقال ربكم ادعونى أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيد خلون جهنم داخرين. (سورة غافر-٦٠)

এবং তোমার রব (প্রতিপালক) বলেন যে, তোমরা আমাকেই ডাক, আমি তোমাদের ডাক কবুল করব, নিশ্চয়ই যারা আমার ইবাদত করতে অহংকার করে, তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরা গাফির, ৪০ঃ৬০ আয়াত)।

নবী কারীম ﷺ বলেছেন :

الدعاء هو العبادة. (رواه الترمذي وقال حسن صحيح)

দু'আই হচ্ছে ইবাদত। (তিরমিযী, ছহীহ)

প্রশ্ন-৬ : মৃতেরা কি ডাক শুনে?

উত্তর-৬ : না, তারা শুনে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ومآأنت بمسمع من فى القبور. (سورة فاطر-٢٢)

আর যারা ক্ববরে আছে তাদের আপনি শুনাতে পারবেন না। (সূরা ফাতির, ৩৫ঃ২২ আয়াত) আব্দুল্লাহ বিন উমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসুল ﷺ ক্বলীবে বদরের (যে কূপে বদরের যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের লাশ ফেলা হয়েছিল) কিনারায় দাঁড়িয়ে বলেন ঃ

(فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا)

তোমরা কি তোমাদের রব যে ওয়াদা করেছিলেন তা সত্য পেয়েছো? অতঃপর বললেন ঃ

إنهم الآن يسمعون ما أقول

"নিশ্চয়ই আমি যা বলছি তারা এখন তা শুনতে পাচ্ছে।" উক্ত হাদীছ সম্পর্কে আয়িশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ রাসূল ﷺ তো একথা বলেছেন যে,

إنهم الان ليعلمون أن ماكنت أقول لهم هو الحق

"তারা এখন জানতে পারছে যে আমি তাদেরকে যা বলতাম তা সত্য।" অতঃপর পাঠ করলেন ঃ

إنك لا تسمع الموتى. (سورة النمل-٨٠)

নিশ্চয়ই আপনি মৃতদেরকে শুনাতে পারবেন না। (সূরা নাম্‌ল, ২৭ঃ৮০ আয়াত)। হাদীছ বর্ণনাকারী কাতাদাহ্ (রাঃ) বলেছেন ঃ

وقال قتادة راوي الحدبث : (أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا، ونقيمة وحسرة وندامة) (رواه البخاري)

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে (উক্ত কাফিরদের) ধমক দিবার, হেয় প্রতিপন্ন করার, শাস্তি দেবার, অনুশোচিত ও লজ্জিত করার জন্য জীবিত করে রাসূলের ﷺ কথা শুনান। (বুখারী)

এ হাদীছ থেকে কয়েকটি কথা জানা যায় ঃ

১। নিহত মুশরিকদের শুনাটা এ সময়ের জন্যই নির্দিষ্ট। এর প্রমাণ রাসূলুল্লাহর ﷺ বাণী ঃ

(إنهم الآن يسمعون)

"নিশ্চয়ই তারা এখন শুনছে।"

এর মর্মার্থ হল, তারা এরপর আর শুনবে না। যেভাবে হাদীছ বর্ণনাকারী কাতাদাহ (রাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ধমক দিবার ও হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য জীবিত করে রাসূলের ﷺ কথা শুনান।

২। ইবনে উমরের (রাঃ) রিওয়ায়েতকে আয়িশা (রাঃ) অস্বীকার করলেন এবং বললেন, রাসূল ﷺ একথা বলেননি যে, তারা এখন শুনছে। এরপর প্রমাণ স্বরূপ তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন:

إنك لاتسمع الموتى. (سورة النمل-٨٠)

নিশ্চয়ই তুমি মৃতদেরকে শুনাতে পারবে না। (সূরা নাম্ল ২৭:৮০ আয়াত)

৩। ইবনে উমর (রাঃ) ও আয়িশা (রাঃ) এই দুইজনের বর্ণনায় এরূপে মিল দেয়া যেতে পারে, আসলে মৃত ব্যক্তিরা কক্ষণও শুনতে পারে না, যেভাবে পবিত্র ক্বোরআন ব্যাখ্যা দিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা রাসূলের ﷺ দ্বারা মু'জিযা স্বরূপ নিহত মুশরিকদের জীবিত করেছেন যাতে তারা শুনতে পায়, যেভাবে হাদীছ বর্ণনাকারী ক্বাতাদাহ (রাঃ) ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহই অধিক জানেন।

শির্কে আকবর (বড় শির্ক) এর প্রকারভেদ

প্রশ্ন-১ : আমরা কি মৃতদের কাছে অথবা অনুপস্থিতদের কাছে সাহায্য

প্রার্থনা করব?

উত্তর-১ : আমরা মৃতদের কাছে অথবা অনুপস্থিতদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবো না। বরং আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করব। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. (سورة النحل-٢٠)

এবং তারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে যাদরকে ডাকে, তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। তারা মৃত, জীবিত নয় এবং তারা জানে না কখন তারা পুনঃ উত্থিত হবে। (সূরা নাহ্‌ল, ১৬ঃ২০ আয়াত)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. (سورة الأ نفال-٩)

যখন তোমরা স্বীয় রবের (প্রতিপালক) নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে, তখন তিনি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করলেন। (সূরা আন্‌ফাল ৮ঃ৯ আয়াত)

রাসূল ﷺ বলেছেন :

يا حي يا قيوم، بر حمتك أستغيث. (حسن رواه التر مذي)

হে চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী! আমি তোমার করুণা দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করি। (তিরমিযী, হাসান ছহীহ)।

প্রশ্ন-২ : গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া কি জায়েয আছে?

উত্তর-২ : জায়েয নয়। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী :

إياك نعبدو إياك نستعين. (سورة الفاتحة-٤)

আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা

করি। (সূরা ফাতিহা, ১:৪ আয়াত)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إذاسألت فاسأل الله، وإذ استعنت فاستعن با لله (رواه الترمذي وقال حسن صحيح)

তুমি যখন চাইবে তখন আল্লাহর কাছে চাইবে, আর যখন সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে। (তিরমিযী, হাসান ছহীহ)।

প্রশ্ন-৩ : আমরা কি জীবিতদের কাছে সাহায্য চাইব?

উত্তর-৩ : হ্যাঁ, যে সমস্ত বিষয়ে তারা সামর্থ্য রাখে (সে সমস্ত বিষয়ে তাদের কাছে সাহায্য চাইব)। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وتعاونو اعلى البر والتقوى (سورة الما ئدة-٢)

আর তোমরা নেক কাজ ও আল্লাহ ভীরুতায় একে অপরকে সাহায্য কর। (সূরা মায়িদা, ৫:২ আয়াত)।

রাসূল ﷺ বলেছেন :

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. (رواه مسلم)

আল্লাহ বান্দার সাহায্যে ততক্ষণ থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে। (মুসলিম)

প্রশ্ন-৪ : গাইরুল্লাহর জন্য নযর (মানত) মানা কি জায়েয আছে?

উত্তর-৪ : আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে নযর (মানত) দেয়া জায়েয নয়। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলা বাণী :

رب إني نذرت لك ما فى بطنى محررا. (سورة ال عمران-٣٥)

হে আমার রব! আমার পেটে যা আছে তা মুক্ত করে তোমার জন্য নয্‌র (মানত) মানলাম। (সূরা আলি ইমরান, ৩ঃ৩৫ আয়াত)
এ সম্পর্কে ﷺ রাসূলুল্লাহর বাণী :

من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه، فلا يعصه. (رواه البخاري)

যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করতে নযর মানল, সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করতে নযর (মানত) মানল, সে যেন আল্লাহর নাফরমানী (অবাধ্যতাচরণ) না করে। (বুখারী)

প্রশ্ন-৫ : গাইরুল্লাহর নামে যবেহ করা কি জায়েয?
উত্তর-৫ : না, জায়েজ নয়। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী :

فصل لربك وانحر. (سورة الكوثر-٢)

অতএব, আপনি স্বীয় রবের (প্রতিপালক) জন্য ছালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন। (সূরা কাউসার, ১০৮ঃ২ আয়াত)
নবী কারীম ﷺ বলেছেন :

لعن الله من ذبح لغير الله (رواه مسلم)

আল্লাহ তা'আলা অভিসম্পাত দেন ঐ ব্যক্তির প্রতি, যে গাইরুল্লাহর নামে যবেহ করে। (মুসলিম)

প্রশ্ন-৬ : আমরা কি কুবর তাওয়াফ করব, যাতে এর দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি?
উত্তর-৬ : ক্বাবা ঘর ব্যতীত আর কিছুর তাওয়াফ করব না। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন :

وليطوفوا بالبيت العتيق. (سورة الحج-٢٩)

আর তারা যেন পুরাতন ঘরের (ক্বাবা ঘর) তাওয়াফ করে। (সূরা

হাজ্জ, ২২ঃ২৯ আয়াত)

রাসূল ﷺ বলেছেন :

من طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين، كان كعتق رقبة.

(صحيح رواه ابن ماجه)

যে ব্যক্তি সাত চক্রের মাধ্যমে তাওয়াফ সম্পাদন করল এবং দুই রাকা'আত ছালাত আদায় করল, সে যেমন একটি গোলাম আজাদ করল। (ইবনে মাজাহ, ছহীহ)

প্রশ্ন-৭ : যাদু সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ কি?

উত্তর-৭ : যাদু হচ্ছে কুফরী। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ولكن الشياطين كفرو ايعلمون الناس السحر. (سورة البقرة-١٠٢)

কিন্তু শয়তানেরা কুফরী করেছে, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত। (সূরা বাক্বারা, ২ঃ১০২ আয়াত)

আর রাসূল ﷺ বলেছেন :

اجتنبوا السبع الموبقات : الشرك بالله، والسحر...

(الحديث، رواه مسلم)

তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে বেঁচে থাক, আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং যাদু করা থেকে... (শেষ পর্যন্ত)। (মুসলিম)

প্রশ্ন-৮ : আমরা কি ইল্‌মে গায়েবের দাবীদার ও গণক, হস্তরেখাবিদদের কথাকে সত্য প্রতিপাদন করব?

উত্তর-৮ : আমরা তাদের সত্যতা প্রতিপাদন করব না। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী :

قل لايعلم من فى السماو ات والأرض الغيب إلاالله.

(سورة النمل-٦٥)

(হে নবী! আপনি) বলুন, আল্লাহ ব্যতীত আসমান ও যমীনের অদৃশ্যের খবর আর কেউ জানে না। (সূরা নাম্‌ল, ২৭ঃ৬৫ আয়াত)।

নবী কারীম ﷺ বলেন :

من أتى عرافا، أوكاهنا، فصدقه بما يقول فقدكفر بما أنزل على محمد. (صحيح رواه أحمد)

যে ব্যক্তি ইল্‌মে গায়েবের দাবীদার অথবা গণক, কিংবা হস্তরেখাবিদদের কাছে গমন করল আর সে যা বলে তার সত্যতা প্রতিপাদন করল, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই মুহাম্মদের ﷺ উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করল। (আহমদ, ছহীহ)।

প্রশ্ন-৯ : কেউ কি গায়েবের খবর জানে?

উত্তর-৯ : আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েবের খবর জানে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وعنده مفاتح الغيب لايعلمهآ إلاهو... (سورة الانعام-٥٩)

এবং তাঁরই (আল্লাহ) নিকট গায়েবের চাবিকাঠি। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ গায়েবের খবর জানে না। (সূরা আন'আম, ৬ঃ৫৯ আয়াত)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لايعلم الغيب إلاالله. (حسن رواه الطبر اني)

আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ গায়েব জানে না। (ত্ববরানী, হাসান)

প্রশ্ন-১০ : ইসলাম বিরোধী বিধি-বিধান প্রবর্তন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কি?

উত্তর-১০ : জায়েজ এবং সঠিক ধারণা রেখে ইসলাম বিরোধী বিধি-বিধান প্রবর্তন করা কুফরী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ومن لم يحكم بمآ أنزل الله فأولئك هم الكافرون. (سورة المائدة-٣٣)

আর যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দ্বারা শাসনব্যবস্থা জারী করল না, তারা কাফির। (সূরা মায়িদা, ৫:৪৪ আয়াত)

রাসূল ﷺ বলেছেন :

وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم. (حسن رواه ابن ماجه وغيره)

যতক্ষণ শাসকেরা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করবে না এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা বেছে নিবে না, আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে মতভেদ ঢেলে দিবেন। (ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন-১১ : আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর-১১ : যখন তোমাদের মধ্যে কাউকে শয়তান উক্ত প্রশ্ন নিয়ে কুমন্ত্রনা দেয়, তখন যেন সে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. (سورة فصلت-٣٦)

আর যখন শয়তান কুমন্ত্রনা দেয় তখন তুমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (সূরা ফুছছিলাত, ৪১:৩৬ আয়াত)। আর আমাদেরকে আল্লাহর রাসূল ﷺ এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমরা শয়তানদের চক্রান্ত প্রতিহত করে বলব :

آمنت بالله ورسله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

"আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের উপর ঈমান আনলাম। আল্লাহ এক,

তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনি কারও সন্তান নন। আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।" অতঃপর তিন বার বাম দিকে থুথু ফেলবে ও আল্লাহর নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং এ ধরণের দুশ্চিন্তা থেকে বিরত থাকবে। কেননা এ 'আমলটুকু তার নিকট থেকে এ ধরণের কুমন্ত্রণা দূর করে দিবে। (বুখারী, মুসলিম, আহমদ ও আবু দাউদ)। একথা বলা ওয়াজিব যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকর্তা আর তিনি সৃষ্টি নন। একথাটি বোধগম্য হওয়ার জন্য উদাহরণ স্বরূপ বলব যে, দুই সংখ্যাটির আগে এক আছে কিন্তু একের আগে কিছু নেই। এভাবে আল্লাহ হলেন এক, তাঁর আগে আর কিছু নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك. (رواه مسلم)

হে আল্লাহ! আপনি প্রথম এবং আপনার পূর্বে কিছুই নেই। (মুসলিম)

প্রশ্ন-১২ : ইসলামের পূর্বে মুশরিকদের 'আকিদাহ (মৌলিক ধর্ম বিশ্বাস) কি ছিল?

উত্তর-১২ : তারা অলী-আউলিয়াদের আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ও সুপারিশ করার জন্য আহবান করত। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু বলেন:

والذين اتخذوامن دونه أوليآء ما نعبدهم إلا ليقربونآ
إلى الله زلفى. (سورة الزمر-٣)

আর যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে অভিভাবক গ্রহণ করে, তারা বলে যে-আমরা তো এদের ইবাদত এই জন্য করি যে, তারা আমাদের আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে। (সূরা যুমার, ৩৯:৩ আয়াত)। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ويعبدون من دون الله ما لا يضر هم ولاينفعهم ويقو لون
هؤ لآءشفعآؤنا عند الله. (سورة يونس-١٨)

এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত করে যা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না এবং তাদের লাভবানও করতে পারবে না। আর তারা বলে যে, এরা তো আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশকারী হবে। (সূরা ইউনুস, ১০ঃ১৮ আয়াত)

প্রশ্ন-১৩ : আল্লাহর সাথে শরীক করাকে কিভাবে অস্বীকার করব?

উত্তর-১৩ : নিম্নলিখিত বিষয়াদিকে অস্বীকৃতি জানালেই আল্লাহর সাথে শরীক করাকে অস্বীকৃতি জানানো হয়।

(১) রব (প্রতিপালক)-এর কার্যাদিতে শির্ক করা। যেমন- এ ধরণের বিশ্বাস রাখা যে, এরূপ কিছু কুতুব বা অলী আছেন যারা সৃষ্টি-জগত পরিচালনা করেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের প্রশ্ন করে বলেন:

ومن يدبر الأمر فسيقو لون الله. (سورة يونس-٣١)

এবং কে কার্য পরিচালনা করে, বস্তুত তখন তারা বলবে যে, আল্লাহ। (সূরা ইউনুস, ১০ঃ৩১ আয়াত)

(২) ইবাদতের মধ্যে শির্ক করা : যেমন-নবী বা অলীদেরকে ডাকা আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قل إنمآ أدعوا ربى ولآ أشرك به أحدا. (سورة الجن-٢٠)

(হে নবী!) আপনি বলুন যে, আমি আমার রবকে ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। (সূরা জ্বিন, ৭২ঃ২০ আয়াত)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

الدعاءهو العبادة. (رواه التر مذي وقال حسن صحيح)

ডাকাই (দু'আ) হচ্ছে ইবাদত। (তিরমিযী।

(৩) আল্লাহর গুণাবলীতে শির্ক করা :

এ ধরনের বিশ্বাস রাখা যে, রাসূল ও অলীরা গায়েবের (অদৃশ্যের) খবর জানেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قل لا يعلم من فى السماوات والأرض الغيب إلا الله. (سورة النمل-٦٥)

(হে নবী!) আপনি বলে দিন যে, আসমান ও যমীনে আল্লাহ ব্যতীত গায়েবের খবর আর কেউ জানে না। (সূরা নাম্‌ল, ২৭ঃ৬৫ আয়াত)।

(৪) সাদৃশ্য দিয়ে শির্‌ক করা : যেমন-এ কথা বলা যে, আমি যখন আল্লাহকে ডাকি তখন কোন মানুষের মধ্যস্থতার প্রয়োজন : যেমনিভাবে কোন আমীর, বা কর্তাব্যক্তির কাছে যেতে হলে মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয়। এ কথাটি বলে সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা দেয়া হল। আর এটা হচ্ছে শিরক। আল্লাহ তা'আলা বলেন: ليس كمثله شئ

তাঁর মত কিছুই নেই। (সূরা শু'রা ৪২ঃ১১ আয়াত) আর এর উপর আল্লাহ তা'আলার নিম্নলিখিত বাণী প্রযোজ্য হয় : আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. (سورة الزمر-٦٥)

যদি তুমি শির্‌ক কর তাহলে তোমার 'আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে। (সুরা আযযুমার-৬৫)

যখন তাওবা করে এ ধরণের বিভিন্ন পর্যায়ের শির্‌ককে অস্বীকৃতি জানাবে, তখনই একত্ববাদী হবে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে একত্ববাদী বানাও এবং মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত করো না।

প্রশ্ন-১৪ : শির্‌কে আকবরের (বড় শির্‌ক) ক্ষতি কি?

উত্তর-১৪ : শির্‌কে আকবর চিরকালের জন্য জাহান্নামে যাবার কারণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. (سورة المائدة-٧٦)

নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্‌ক করে, তার উপর আল্লাহ্‌পাক

জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। আর অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়িদা, ৫:৭২ আয়াত)। নবী ﷺ বলেন :

من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار (رواه مسلم)

যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করল যে, সে তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)

প্রশ্ন-১৫ শির্‌কের সাথে 'আমল করা কি কোন উপকারে আসবে?

উত্তর-১৫ : শির্‌কের সাথে 'আমল করা কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ্ তা'আলা নবীদের সম্পর্কে বলেন :

ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. (سورة الأنعام-٨٨)

আর যদি তারা শির্‌ক করে, তাহলে তাদের 'আমল ভন্ডুল হয়ে যাবে। (সূরা আন'আম, ৬:৮৮ আয়াত)।

রাসূল ﷺ বলেছেন :

أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، تركته وشركه. (حديث قدسي رواه مسلم)

"আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি শির্‌ককারীদের শির্‌ক থেকে একেবারে মুক্ত। যে ব্যক্তি এমন কোন 'আমল করল, যাতে আমার সাথে অন্যকে শরীক করল, আমি তাকে এবং তার 'আমলকে বর্জন করি।" (হাদীছে কুদসী, মুসলিম)

ছোট শির্‌ক ও তার প্রকারভেদ

প্রশ্ন-১ : ছোট শির্ক কি?

উত্তর-১ : ছোট শের্ক হল রিয়া বা লোক দেখানো 'আমল। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فمن كان يرجو لقآء ربه فليعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ربه أحدا. (سورة الكهف-١١٠)

যে ব্যক্তি তার রবের (প্রতিপালক) সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে, সে যেন নেক 'আমল করে এবং তার রবের (প্রতিপালক) ইবাদত করতে অন্য কাউকে শরীক না করে। (সূরা কাহাফ ১৮ঃ১১০ আয়াত)

নবীজী ﷺ বলেন :

إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر : الرياء. (صحيح رواه أحمد)

আমি তোমাদের উপর সবচেয়ে বেশী যে বিষয়ের আশংকা রাখি, তা হচ্ছে ছোট শির্ক, রিয়া বা লোক দেখানো 'আমল। (মুসনাদে আহমদ)। আর ছোট শির্কের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে, কোন ব্যক্তির একথাটি : "আল্লাহ আর অমুক ব্যক্তি যদি না হতো, আল্লাহ্ আর আপনি যা চেয়েছেন।" নবী কারীম ﷺ বলেন :

لا تقولوا ماشاءالله، وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شآءالله، ثم ماشاء فلان. (صحيح رواه أحمد)

তোমরা এরূপ বলবে না যে, আল্লাহ যা চেয়েছেন আর অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছে, বরং তোমরা বলবে, আল্লাহ্ যা চেয়েছেন অতঃপর সেই মতে অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছে। (মুসনাদে আহমদ)।

প্রশ্ন-২ : গাইরুল্লাহর নামে শপথ করা কি জায়েয?

উত্তর-২ : গারুল্লাহর নামে শপথ করা জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قل بلى وربى لتبعثن. (سورة التغابن-٧)

(হে নবী!) তুমি বল, হ্যাঁ আমার রবের শপথ তোমরা পুনরুত্থিত হবে। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ঃ৭ আয়াত)। আর নবীজী ﷺ বলেন :

من حلف بغير الله فقد أشرك (صحيح رواه أحمد)

যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে শপথ করল, সে আল্লাহর সাথে শির্ক করল। (আহমদ)। অন্যত্র নবী কারীম ﷺ আরও বলেন :

من كان حالفا، فليحلف بالله، أوليصمت. (متفق عليه)

যে ব্যক্তি শপথ করতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে, অন্যথায় যেন চুপ থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)। আর কখনও নবী-অলীদের নামে শপথ করা শির্কে আকবর বা বড় শির্ক হয়ে যায়। আর এটা তখনই হবে যখন শপথকারী এ ধারণা রাখবে যে, অলী ক্ষতি সাধন করার ক্ষমতা রাখেন।

প্রশ্ন-৩: আমরা কি আরোগ্য লাভের জন্য বালা ও তাগা পরিধান করব?
উত্তর-৩ : আমরা বালা ও তাগা পরিধান করবো না। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী :

وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. (سورة الانعام-١٧)

আর যদি আল্লাহ তোমাকে অনিষ্ট দ্বারা আক্রান্ত করেন তাহলে তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা বিদূরিত করতে পারবে না। (সূরা আ'আম, ৬ঃ১৭ আয়াত)। হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে জ্বর থেকে আরোগ্য লাভের জন্য হাতে তাগা পরিধান করেছে। অতঃপর তিনি তাগাটি কেটে দেয়ে নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন :

وما يؤمن أكثر هم بالله إلا وهم مشر كون. (سورة يوسف-١٠٦)

অর্থাৎ (এদের অনেকেই ঈমান আনে বটে কিন্তু সাথে সাথে শিরক করে)। (সূরা ইউসুফ-১০৬)

প্রশ্ন-৪ : চোখের নজর থেকে বাঁচার জন্য আমরা কি তাগা বা তাবিজ ইত্যাদি ব্যবহার করব?

উত্তর-৪ : চোখের নজর থেকে বাঁচার জন্য আমরা তা ব্যবহার করব না। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী :

وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاهو. (سورةالأنعام-١٧)

আর যদি আল্লাহ তোমাকে অনিষ্ট দ্বারা আক্রান্ত করেন তাহলে তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা বিদূরিত করতে পারবে না। (সূরা আন'আম ৬:১৭ আয়াত)। নবীজীর ﷺ বাণী :

من علق تميمة فقد أشرك. (صحيح رواه أحمد)

যে ব্যক্তি তাবিজ লটকালো সে শির্ক করল। (মুসনাদে আহমাদ)।

ওছীলা নেয়া ও সুপারিশ প্রার্থনা করা

প্রশ্ন-১ : কি দিয়ে আমরা আল্লাহর নিকট ওছীলা নিব?

উত্তর-১ : অছীলা গ্রহণ জায়েয আছে এবং না জায়েযও আছে।

(১) জায়েয এবং কাম্য অছীলা : উহা হচ্ছে আল্লাহর সুন্দর নাম এবং তাঁর গুণাবলী দ্বারা অছীলা নেয়া। আর নেক 'আমল এবং পূণ্যবান ব্যক্তিদের কাছ থেকে দু'আ চেয়ে অছীলা নেয়া। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. (سورة الأعراف-١٨٠)

এবং আল্লাহর জন্য উত্তম নাম সমূহ আছে। অতএব, তোমরা এগুলোর মাধ্যমে তাঁকে আহবান কর। (সূরা আ'রাফ, ৭:১৮০ আয়াত)। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ياأيها الذين ءامنو اتقو االله وابتغو اإليه الوسيلة. (سورة المائدة-٣٥)

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর নৈকট্য

অনুসন্ধান কর। (সূরা মায়িদা, ৫ঃ৩৫ আয়াত)। অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ পালন করে ও তাঁর পছন্দনীয় 'আমল দ্বারা তাঁর নিকটবর্তী হও। (তাফসীর ইবনে কাসীর)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. (صحيح رواه أحمد)

(হে আল্লাহ!) আমি তোমার কাছে চাই তোমার ঐ সমস্ত নামের অছীলায় যেগুলো দ্বারা তুমি নিজের নামকরণ করেছ (আহমদ)। একজন সাহাবী নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে জান্নাতে তাঁর সঙ্গ লাভের আবেদন করলে তিনি (নবীজী) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন :

أعني على نفسك بكثرة السجود. (رواه مسلم)

তুমি তোমার নিজের জন্য বেশী করে সিজ্‌দার দ্বারা আমাকে সাহায্য কর। (অর্থাৎ ছালাত দ্বারা, যা একটি নেক আমল)। (মুসলিম)। এবং ঐ গুহাবাসীদের কাহিনীর ন্যায় (অছীলা গ্রহণ করা যাবে), যারা নিজেদের নেক 'আমল দ্বারা অছীলা গ্রহণ করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে বিপদ দূরীভূত করেছিলেন। আল্লাহর প্রতি কিংবা নবী-ওলীদের প্রতি আমাদের যে ভালবাসা রয়েছে সে ভালবাসার ওছীলা নিয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করা জায়েয। কারণ তাঁদের প্রতি ভালবাসা রাখা নেক আমলের অন্তর্ভূক্ত।

(২) নিষিদ্ধ অছীলা হচ্ছে : মৃতদের ডাকা এবং তাদের থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস যাচঞা করা যা বর্তমান যামানায় সচরাচর চলছে। এটি হচ্ছে শির্‌কে আকবর বা বড় শির্‌ক। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী :

ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذامن الظالمين. (سورة يونس-١٠٦)

এবং তুমি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কিছুকে ডাকবে না যা তোমার কল্যাণ বা ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, কিন্তু যদি তুমি তা কর, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। (অর্থাৎ মুশরিকদের

একজন)। (সূরা ইউনুস, ১০ঃ১০৬ আয়াত)।

(৩) রাসূলের ﷺ মর্যাদাকে উপলক্ষ করে অছীলা নেয়া। যেমন : একথা বলা যে হে আমার রব! মুহাম্মদ ﷺ এর মর্যাদার অছীলায় তুমি আমাকে রোগ মুক্ত কর। ইহা হচ্ছে বিদ'আত। কারণ, ছাহাবাগণ কেউই এরূপ অছীলা নেননি এবং এ জন্য যে 'উমর (রাঃ) আব্বাস (রাঃ) জীবিত থাকাকালীন ওনার দু'আ দ্বারা অছীলা নেন, কিন্তু রাসূল ﷺ এর মৃত্যুর পর ওনার দ্বারা অছীলা নেননি। আর এ প্রকারের অছীলা কখনও শির্ক পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এবং এটা তখন হবে যখন এ ধারণা রাখবে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রশাসক ও বিচারকের ন্যায় মানুষকে মাধ্যম বানানোর মুখাপেক্ষী। কেননা, এর দ্বারা সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার তুলনা করা হয়েছে। ইমামআবু হানীফা (রঃ) বলেন :

وقال أبو حنيفة : (أكره أن أسال الله بغير الله) (الدر المختار)

আমি গাইরুল্লাহের অছীলা নিয়ে আল্লাহর নিকট চাওয়াকে অপছন্দ করি। (দুররে মুখতার)।

প্রশ্ন-২ : সৃষ্টিকে মাধ্যম বানিয়ে দু'আ করার কি প্রয়োজন আছে?

উত্তর-২ : সৃষ্টিকে মাধ্যম বানিয়ে দু'আ করার কোন প্রয়োজন নেই। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী :

وإذاسالك عبادى عنى فانى قريب. (سورة البقرة-١٨٦)

আর যখন আমার বান্দারা আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন (তুমি তাদের বল) নিশ্চয়ই আমি (আল্লাহ) সন্নিকটবর্তী। (সূরা বাকারাহ, ২ঃ১৮৬ আয়াত)। রসূল ﷺ বলেছেন :

إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. (أي بعلمه) (رواه مسلم)

নিশ্চয়ই তোমরা সর্বশ্রোতা ও অতি নিকটবর্তী জনকে ডাকছ। আর তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। (অর্থাৎ ইলম বা জ্ঞানের দ্বারা।

(মুসলিম)

প্রশ্ন-৩ : জীবিতদের কাছে দু'আ চাওয়া কি জায়েয?

উত্তর-৩ : জীবিতদের কাছে দু'আ চাওয়া জায়েয আছে। আল্লাহ তা'আলা রাসূলকে জীবিত থাকালীন অবস্থায় সম্বোধন করে বলেন

واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. (سورة محمد-١٩)

এবং তুমি নিজ ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ও মুমিন নারী-পুরুষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। (সূরা মুহাম্মদ, ৪৭ঃ১৯ আয়াত)। তিরমিযীর একটি ছহীহ হাদীছে উল্লেখ আছে যে, এক অন্ধ ব্যক্তি নবী কারীমের
কাছে এসে বলল, আপনি দু'আ করুণ, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে ভাল করে দেন।

প্রশ্ন-৪ : রাসূলের মাধ্যম কি?

উত্তর-৪ : রাসূলের মাধ্যম হচ্ছে দ্বীন প্রচার। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ياأيهاالرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك. (سورة المائدة-٦٧)

হে রাসূল! আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন। (সূরা মায়িদা ৫ঃ৬৭ আয়াত)। ছাহাবাদের (রাঃ) কথা,

(نشهد أنك قد بلغت)

আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি দ্বীন প্রচার করেছেন। এর জবাবে নবী কারীম বলেন :

(اللهم اشهد)

হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। (মুসলিম)।

প্রশ্ন-৫ : আমরা কার নিকট নবীজীর সুপারিশ প্রার্থনা করব?

উত্তর-৫ : আমরা আল্লাহর নিকট রাসূলের ﷺ সুপারিশ প্রার্থনা করব। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قل لله الشفاعة جميعا. (سورة الزمر-٤٤)

তুমি বল, সমস্ত সুপারিশ আল্লাহর জন্যই। (সূরা যুমার, ৩৯:৪৪ আয়াত)। নবীজী ﷺ এক ছাহাবীকে (রাঃ) এভাবে বলার জন্য শিক্ষা দিয়েছিলেন :

اللهم شفعه في. (رواه التر مذي وقال حسن صحيح)

হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য নবীজীর সুপারিশ কবুল কর। (তিরমিযী)। অন্যত্র নবী কারীম ﷺ বলেছেন :

إني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شآء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. (رواه مسلم)

আমি আমার দু'আকে ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে লুকিয়ে রেখেছি। আর এটি (সুপারিশটি) ইনশা-আল্লাহ আমার উম্মতের মধ্য হতে তারা পাবে যারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। (মুসলিম)

প্রশ্ন-৬ : আমরা কি জীবিতদের কাছ থেকে সুপারিশ চাইতে পারি?

উত্তর-৬ : আমরা পার্থিব বিষয়ে জীবিতদের কাছ থেকে সুপারিশ চাইতে পারি। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. (سورة النساء-٨٥)

যে ব্যক্তি নেক কাজের সুপারিশ করবে সে ব্যক্তির জন্য তার একটি অংশ থাকবে। আর যে ব্যক্তি খারাপ কাজের সুপারিশ করবে, সে তার

একটি ভার বহন করবে। (সূরা নিসা, ৪ঃ৮৫ আয়াত)। নবীজী ﷺ বলেন:

اشفعوا تؤجروا. (صحيح رواه أبوداود)

তোমরা সুপারিশ কর, তোমাদের প্রতিদান দেয়া হবে। (আবু দাউদ)

প্রশ্ন-৭ : আমরা কি নবীর ﷺ প্রশংসায় বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করব?

উত্তর-৭ : আমরা নবীজীর ﷺ প্রশংসায় বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করব না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قل إنمآ أنا بشر مثلكم يو حى إلى أنمآ إلهكم إله واحد. (سورة الكهف-١١٠)

তুমি বল, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি অহী এসেছে যে, নিশ্চয়ই তোমাদের মা'বুদ এক ও অদ্বিতীয়। (সূরা কাহাফ, ১৮ঃ১১০ আয়াত)

আর নবী ﷺ বলেন :

لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فانما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. (رواه البخاري)

তোমরা আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জন করো না যেভাবে খৃষ্টানেরা ঈসার (আলাইহিস সালাম) প্রশংসায় অতিরঞ্জন করেছে। আমি একজন বান্দা। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল বল। (বুখারী)

প্রশ্ন-৮ : সর্বপ্রথম সৃষ্টি কে?

উত্তর-৮ : মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হলেন আদম (আঃ) এবং বস্তু জগতের মধ্যে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হল কলম। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إذ قال ربك للملئكة إنى خالق بشرا من طين.

(سورة ص-٧١)

যখন তোমার রব মালাইকাদের (ফেরেস্তা) বলেছিলেন যে, আমি মাটি থেকে একজন মানুষ বানাব। (সূরা ছোয়াদ, ৩৮:৭১ আয়াত)। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহর ﷺ বাণী :

كلكم بنو آدم، وادم خلق من تراب. (صحيح، البزار)

তোমরা সকলেই আদমের সন্তান, আর আদমকে (আঃ) মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (বায্যার, ছহীহ)

নবী কারীম ﷺ এর অন্য আরেকটি বাণী :

إن اول ما خلق الله القلم. (رواه أبوداود والترمذي حسن صحيح)

নিশ্চয়ই আল্লাহপাক সর্বপ্রথম যে জিনিস সৃষ্টি করেছেন তা হল কলম। (অর্থাৎ পানি ও আরশের পর)। আবু দাউদ ও তিরমিযী, ছহীহ)। আর এরূপ যে হাদীছ :

أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. (موضوع)

"হে জাবের! সর্বপ্রথম আল্লাহ যে বস্তুটি তৈরী করেন তা হচ্ছে তোমার নবীর নূর" এ-হাদীছটি মনগড়া তৈরী ও মিথ্যা, যা ক্বোরআন ও সুন্নাহ এবং বিদ্যা ও বুদ্ধির একেবারে বিপরীত। ইমাম সূয়ুতি (রঃ) বলেছেন : এ হাদীছের কোন সনদ বা সূত্র নেই। গিফারী বলেছেন : এটা মনগড়া তৈরী, আর আল্লামা আলবানী বলেছেন এ হাদীছটি বাতিল।

জিহাদ, বন্ধুত্ব স্থাপন এবং শাসনব্যবস্থা

প্রশ্ন-১ : আল্লাহর পথে জিহাদ করা কি?

উত্তর-১ : সামর্থ অনুযায়ী জান মাল ও কথা দ্বারা জিহাদ করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموا لكم وأنفسكم فى سبيل الله. (سورة التوبة-٤١)

তোমরা হালকা হও আর ভারী হও, বের হয়ে পড় এবং জান ও মাল নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। (সূরা তাওবা ঃ ৯ঃ৪১ আয়াত)। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

جاهدوا المشر كين باموا لكم وأنفسكم وألسنتكم. (صحيح رواه أبوداؤد)

তোমরা জান-মাল ও ভাষার সাহায্যে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। (আবূ দাউদ)

প্রশ্ন-২ : বন্ধুত্ব কি?

উত্তর-২ : বন্ধুত্ব হচ্ছে একত্ববাদী মু'মিনদেরকে ভালবাসা এবং তাদের সাহায্য করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. (سورة التوبه-٧١)

মু'মিন নারী-পুরুষ একে অপরের বন্ধু (সূরা তাওবা ৯ঃ৭১ আয়াত)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. (رواه مسلم)

একজন মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য প্রাচীরের ন্যায় যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তির যোগান দেয়। (মুসলিম)

প্রশ্ন-৩ : কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা এবং তাদের সাহায্য করা কি জায়েয?

উত্তর-৩ : কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা এবং তাদের সাহায্য করা জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

ومن يتو لهم منكم فانه منهم. (سورة المائدة-٥١)

এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের (কাফরদের) সাথে বন্ধুত্ব করে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত। (সূরা মায়িদা, ৫:৫১ আয়াত)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إن آل بني فلان ليسوا لي باو لياء. (متفق عليه)

নিশ্চয়ই অমুক বংশের লোকেরা (যারা অমুসলিম ছিল) আমার বন্ধু নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

প্রশ্ন-৪ : অলী কে?

উত্তর-৪ : অলী হচ্ছেন প্রত্যেক আল্লাহ্ ভীরু মু'মিন ব্যক্তি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

ألآ إن أوليآء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ءامنوا وكانوا يتقون. (سورة يونس-٦٢)

জেনে রেখ, নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের জন্য কোন আশঙ্কা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং মুত্তাক্বী (সংযত) হয়েছে। (সূরা ইউনূস, ১০:৬২ আয়াত)। নবীজী ﷺ বলেন :

إنماو ليى الله وصالح المؤ منين. (متفق عليه)

নিশ্চয়ই আমার বন্ধু আল্লাহ এবং নেককার মু'মিন। (বুখারী ও মুসলিম)।

প্রঃ-৫) মুসলিমগণ কি দিয়ে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করবে?

উঃ-৫) মুসলিমগণ ক্বোর'আন ও বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وأن احكم بينهم بمآ أنزل الله. (سورة المائدة-٤٩)

এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দ্বারা শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা কর। (সূরা মায়িদ, ৫:৪৯ আয়াত)।

রাসুল ﷺ বলেছেন :

أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يو شك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين : أولهما كتاب الله، فيه الهدى والنور، فخذوا كتاب الله واستمسكوا به)

"অতঃপর হে মানুষেরা! জেনে রেখো, আমি তো একজন মানুষ, নিকটবর্তী সময়ে আমার রবের বাণীবাহক আসবেন, আমি তার ডাকের জবাব দিব। আর আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে গেলাম, তার প্রথমটি আল্লাহর কিতাব, যার মধ্যে হিদায়েত ও আলো রয়েছে। সুরতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ কর এবং তাকে শক্ত করে ধরে রেখ।" (এর দ্বারা রাসুল্লাহ ﷺ আল্লাহর কিতাবের উপর উৎসাহ উদ্দীপনা দিলেন), এবং দ্বিতীয়টি হলো :

وأهل بيتي. (رواه مسلم)

আমার পরিবারের লোকজন। (মুসলিম)।

রাসূলের ﷺ আরেকটি বাণী :

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله، وسنة رسوله. (رواه مالك، وصححه الألباني ومحقق جامع الأصول لشو اهده)

আমিতোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে গেলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তা আকড়ে ধরবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হচ্ছে আল্লাহ্ কিতাব, অপরটি হচ্ছে তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। (মুয়াত্তা মালিক, ছহীহ)।

ক্বোরআন ও হাদীছ অনুসারে 'আমল

প্রশ্ন-১ : আল্লাহ তা'আলা ক্বোরআন শরীফ কেন অবতীর্ণ করলেন?
উত্তর-১ : আল্লাহ তা'আলা ক্বোরআন শরীফ অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে অনুযায়ী 'আমল করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اتبعو امآ أنزل إليكم من ربكم. (سورة الأعر اف-٣)

তোমরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করে চল। (সূরা আরাফ, ৭:৩ আয়াত)
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

اقرؤوا القر آن، واعملو ابه ولا تأكلو ابه.. (صحيح رواه أحمد)

তোমরা ক্বোরআন পাঠ কর এবং সে অনুযায়ী 'আমল কর। কিন্তু উহাকে খাবারের মাধ্যম বানাবে না। (আহমদ)

প্রশ্ন-২ : বিশুদ্ধ হাদীছ অনুযায়ী 'আমল করা কি?
উত্তর-২ : বিশুদ্ধ হাদীছ অনুযায়ী 'আমল করা ওয়াজিব। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী :

ومآء اتاكم الر سول فخذوه وما نهاكم عنه فا نتهوا. (سورة الحشر-٧)

আর রাসূল ﷺ তোমাদের যা দান করেন তোমরা তা গ্রহণ কর এবং যা কিছু নিষেধ করেন তোমরা তা থেকে বিরত থাক। (সূরা হাশর ৫৯:৭ আয়াত)।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الر اشدين المهديين، تمسكوا بها. (صحيح رواه أحمد)

তোমরা আমার সুন্নাহ এবং সৎপথে পরিচালিত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধর এবং এর উপর দৃঢ় থাক। (আহমদ)।

প্রশ্ন-৩ আমরা কি ক্বোরআন অনুযায়ী 'আমল করে হাদীছ থেকে অমুক্ষাপেক্ষী হয়ে যাব?

উত্তর-৩ : ক্বোরআন অনুযায়ী 'আমল করে হাদীছ থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারব না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وأنز لنآ إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. (سورة النمل-٤٤)

আর আমি তোমার প্রতি ক্বোরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানব জাতিকে বর্ণনা করে দাও যা কিছু তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, আর তারা যেন অনুধাবন করে। (সূরা নাহল, ১৬:৪৪ আয়াত)।

নবীজী ﷺ বলেন :

ألا وإني أوتيت القر آن ومثله معه. (صحيح رواه أبو داود وغيره)

জেনে রেখ। নিশ্চয়ই আমাকে ক্বোরআন ও তার সাথে অনুরূপ বিষয়ও (সুন্নাহ) দান করা হয়েছে। (আবু দাউদ, ছহীহ)।

প্রশ্ন-৪ : আমরা কি কারও কথাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ কথার উপর অগ্রগণ্য করব?

উত্তর-৪ : আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ কথার উপর কারও কথাকে অগ্রগণ্য করব না।

এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী :

ياأيها الذين ءامنو الا تقدمو ابين يدى الله ورسوله. (سورة الحجر ات-١)

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্মুখে অগ্রগামী হয়ো না। (সূরা হুজুরাত, ৪৯:১ আয়াত)।

নবী কারীম ﷺ বলেছেন :

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (صحيح رواه أحمد)
স্রষ্টার অবাধ্যে সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই। (আহমদ, ছহীহ)।
ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন :

يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقو لون : (قال أبوبكر وعمر) رواه أحمد وصححه أحمد شاكر

আমি আশঙ্কা করছি যে, তোমাদের উপর নাকি আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হয়ে যায়, আমি তোমাদেরকে বলছি আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : আর তোমরা বলছ আবু বকর ও উমর (রাঃ) বলেছেন।

প্রশ্ন-৫ : আমরা যখন দ্বীনী বিষয়ে মতানৈক্যে উপনীত হই তখন কি করব?

উত্তর-৫ : আমরা ক্বোরআন ও হাদীছের দিকে প্রত্যাবর্তন করব। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذالك خير وأحسن تأويلا. (سورة النساء-٥٩)

যদি তোমরা কোন বিষয়ে মতবিরোধ কর তাহলে তোমরা ঐ বিষয়কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখ, এটাই হচ্ছে কল্যাণকর ও পরিনামে প্রকৃষ্টতর, শ্রেষ্ঠতর। (সূরা নিসা, ৪ঃ৫৯ আয়াত)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. (رواه مالك وصححه الألباني)

আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে গেলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তা আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, অপরটি হচ্ছে তাঁর রাসূলের ﷺ সুন্নাহ। (মুয়াত্তা মালিক)

প্রশ্ন-৬ : আমরা কিভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ﷺ **ভালবাসব?**

উত্তর-৬ : আমরা তাঁদের অনুসরণ ও হুকুম পালন করে তাঁদেরকে ভালবাসব। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفورر حيم. (سورة ال عمر ان-٣١)

(হে নবী!) তুমি বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দিবেন, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (সূরা আল ইমরান, ৩:৩১ আয়াত)

নবীজী ﷺ বলেন :

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب أليه من والده وولده والناس أجمعين. (متفق عليه)

তোমাদের মধ্যে কেউ পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান এবং সমস্ত মানব থেকে প্রিয় হব। (বুখারী ও মুসলিম)।

প্রশ্ন-৭ : আমরা কি 'আমল ছেড়ে দিয়ে তক্বদীরের উপর নির্ভর করে বসে থাকব?

উত্তর-৭ : আমরা 'আমল ছেড়ে দিব না। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী :

فـأمـا من أعطى واتقى وصـدق با لحـسنى. فـسنيـسـره، لليسرى. (سورة الليل- ٥-٧)

অতঃপর যে দান করে ও সংযত হয় এবং সৎ বিষয়কে সত্য জ্ঞান করে, ফলতঃ অচিরেই আমি তার জন্য সহজ পথকে সহজতর করে দিব। (সূরা লাইল, ৯২:৫-৭ আয়াত)।

নবীজী ﷺ বলেন :

اعملو افكل ميسر لما خلق له. (رواه البخاري ومسلم)

তোমরা 'আমল করতে থাক। সবকিছুই সহজসাধ্য, যার জন্য তা সৃষ্ট হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

নবীজী ﷺ বলেন :

المؤمن القـوي خيـر وأحب إلى الله من المؤمن الضـعيف، وفي كل خيـر، احرص على ما ينفعك واستـعن بالله، ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت :... كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. (رواه البخاري ومسلم)

সবল মু'মিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মু'মিন থেকে উত্তম ও পছন্দীয়। সকলের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। যাতে তোমার কল্যাণ হয় তার প্রতি আসক্ত হও এবং আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, আর অক্ষম হবে না। অতঃপর যদি তুমি কোন বিপদ দ্বারা আক্রান্ত হও তাহলে এরূপ বলবে না, যদি আমি এরূপ করতাম তাহলে এরূপ হত। বরং বলবে যে, আল্লাহ তা'আলা যা ভাগ্যে রেখেছেন, তিনি যা চান তাই করেন। কেননা, যদি শব্দটি শয়তানের কার্যক্রম খুলে দেয়। (বুখারী ও মুসলিম)। এ হাদিছ থেকে জানা যায় : যে মু'মিনকে (ঈমানদার) আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন সে ঐ সবল মু'মিন যে আমল করে এবং নিজ কল্যাণার্জনে সচেষ্ট থাকে। আর একমাত্র আল্লাহর নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করে এবং উপায় উপকরণ গ্রহণ করে। এরপর যদি সে এমন

কিছু দ্বারা আক্রান্ত হয় যা তার কাছে ভাল না লাগে, তাহলে সে লজ্জিত হয় না। বরং আল্লাহ তা'আলা যা ভাগ্যে রেখেছেন তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. (سورة البقرة-٢١٦)

আর সম্ভবতঃ তোমরা যে বিষয়কে অপছন্দ কর প্রকৃতপক্ষে এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যে বিষয়কে পছন্দ কর প্রকৃতপক্ষে এটাই তোমাদের জন্য অকল্যাণকর এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত, আর তোমরা পরিজ্ঞাত নও। (সূরা বাক্বারাহ-২১৬)

সুন্নাহ ও বিদ'আত

প্রশ্ন-১ : দ্বীনে কি বিদ'আতে হাসানাহ (উত্তম নব-আবিষ্কৃত বিষয়) রয়েছে?

উত্তর-১ : দ্বীনে বিদ'আতে হাসানাহ নেই। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী :

اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإ سلام دينا. (سورة المائدة-٣)

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সমূহ সম্পূর্ণ করে দিলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসাবে মনোনীত করে দিলাম। (সূরা মায়িদা, ৫ঃ৩ আয়াত)। নবীজী ﷺ বলেন :

إياكم ومحدثات الأمور، فان كل محدثةبدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. (صحيح رواه النسائي وغيره)

তোমরা নব-আবিষ্কৃত বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাক। কেননা, প্রত্যেক নব-আবিষ্কৃত বিষয় হচ্ছে বিদ'আত, আর প্রত্যেক বিদ'আত হচ্ছে পথভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক পথভ্রষ্টতার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। (নাসায়ী)

প্রশ্ন-২ : দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত কি?

উত্তর-২ : দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত হচ্ছে এমন কাজ ('আমল) যার প্রতি শরীয়ত সমর্থিত কোন দলীল বা প্রমাণ নেই। আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের বিদ'আত সমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন :

أم لهم شركاؤ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. (سورة الشوري-٢١)

তাদের জন্য কি ঐরূপ অংশী উপাস্য আছে যারা তাদের জন্য এরূপ কোন দ্বীন (ধর্ম) নির্ধারিত করেছে, যে সম্পর্কে আল্লাহ কোন আদেশ করেননি। (সূরা শু'রা ৪২ঃ২১ আয়াত)। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (متفق عليه)

যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনে এমন কিছুর আবিষ্কার করল যা তার অন্তর্ভূক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত (অগ্রহণযোগ্য)। (বুখারী ও মুসলিম)।

বিদ'আত বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

(১) কাফির পরিণতকারী বিদ'আত : যেমন মৃত অথবা অনুপস্থিতদের আহবান করা এবং তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা। অর্থাৎ, এরূপ বলা-হে আমার অমুক নেতা (পীর)! আমাকে সাহায্য কর।

(২) অবৈধ বা হারামকৃত বেদ'আত : যেমন-মৃতদেরকে মাধ্যম বানিয়ে অছীলা গ্রহণ করা, ক্ববর মুখী হয়ে ছালাত আদায় করা এবং তার জন্য নযর মানা, আর কবরের উপর সৌধ ইত্যাদি নির্মাণ করা।

(৩) মাকরূপ বা অপছন্দনীয় বিদ'আত : যেমন-জুমুআর ছালাতের পর জোহরের ছালাত আদায় করা, আযানের পর উচ্চ স্বরে দরুদ ও সালাম

পাঠ করা।

প্রশ্ন-৩ : ইসলামে কি সুন্নাতে হাসানাহ (ভাল নিয়ম) প্রচলিত আছে?
উত্তর-৩ : হ্যাঁ, ইসলামে সুন্নাতে হাসানাহ (ভাল নিয়ম) প্রচলিত আছে। (যার মূল প্রমাণিত আছে, যেমন ছাদাক্বাহ দেয়া)। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন :

من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجر ها، وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجور هم شئ... (رواه مسلم)

যে ব্যক্তি ইসলামে ভাল নিয়মের প্রচলন করে, সে তার ছওয়াব পাবে এবং তারপরে যারা সে নিয়ম অনুযায়ী 'আমল করবে তাদেরও ছওয়াব সে পাবে। কিন্তু এতে তাদের ছওয়াব থেকে কিছুই কম হবে না। (মুসলিম)

প্রশ্ন-৪ : মুসলিমরা কখন বিজয় লাভ করবে?
উত্তর-৪ : যখন মুসলিমরা আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাহ বাস্তাবয়ন করবে, একত্ববাদের প্রচার করবে এবং সব ধরণের শির্ক থেকে বেঁচে থাকবে, আর তাদের শত্রুর মোকাবিলার জন্য যথাসম্ভব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يـآأيـهـا الـذيـن ءامـنـو اإن تـنـصـرو االلـه يـنـصـر كـم ويـثـبـت أقدامكم. (سـورة مـحـمـد-٧)
যে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন আর তিনি তোমাদের পা দৃঢ় করে দিবেন। (সূরা মুহাম্মদ, ৪৭:৭ আয়াত)।
আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

وعـد الله الذين ءامنوا منكم وعـمـلوا الصـالحـات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد

خوفهم أمنا يعبدونني لايشر كون بى شيئا. (سوره النور–٥٥)

আল্লাহ তা'আলা অঙ্গীকার করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে ও নেক 'আমল করবে তাদেরকে পৃথিবীর আধিপত্য প্রদান করবেন, যেভাবে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে আধিপত্য প্রদান করেছিলেন এবং নিশ্চয়ই তিনি তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন আর নিশ্চয়ই তিনি তাদের ভীতির পর শান্তি প্রত্যাবর্তিত করবেন। তারা আমারই ইবাদত করে, আমার সাথে তারা কোন কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে না। (সূরা নূর-৫৫ আয়াত)

রাসূল ﷺ বলেছেন :

ألا إن القوة الر مي. (رواه مسلم)

জেনে রেখ! নিশ্চয়ই শক্তি তীরবাজির মধ্যে নিহিত)। (মুসলিম)

মকবূল দু'আ

(১) আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : কোন বান্দা যদি দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় পতিত হয়, অতঃপর নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তার দুঃখ ও দুঃশ্চিন্তা দূর করে দিবেন এবং এর পরিবর্তে সুখ ও শান্তি দান করবেন।

দু'আটি নিম্নোক্ত :

اللهم إني عبدك، وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هولك، سميت به نفسك، أو انزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القران العظيم ربيع قلبى، ونور بصري، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي. (صحيح رواه أحمد وابن حبان)

হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা, তোমার বান্দার ছেলে, তোমার বান্দীর ছেলে, আমার উপর তোমার নির্দেশ পরিচালিত, আমার উপর তোমার সিদ্ধান্ত ন্যায়পরায়ণ, আমি তোমার নিকট চাই তোমার ঐ সমস্ত নামের অছীলায়, যেগুলি দিয়ে তুমি তোমার নিজের নামকরণ করেছ, অথবা তোমার কিতাবে অবতীর্ণ করেছ, অথবা তোমার সৃষ্টি মধ্যে কাউকে শিক্ষা দিয়েছ, অথবা ইল্‌মে গায়েবে (অদৃশ্য জ্ঞানে) সংরক্ষিত রেখেছ, ক্বোরআনকে আমার অন্তরের প্রশান্তি, চোখের আলো, দুঃখ ও দুশ্চিন্তা দূরিভূতকারী বানিয়ে দাও।

(২) ইউনুসের (আঃ) দু'আ :

لاإله إنت سبحانك إنى كنت من الظالمين. (سورة الأنبياء-٨٧)

"তুমি ছাড়া সত্যিকারের আর কোন মা'বুদ নেই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম।" (সূরা আল আম্বিয়া-৮৭)

এই দু'আটি তিনি মাছের পেটে থাকাকালীন পড়েছিলেন। এই দু'আটি পাঠ করে যদি কোন মুসলিম দু'আ করে, আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবূল করেন। (আহমদ, ছহীহ)

(৩) যখন নবীজী ﷺ দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হতেন তখন তিনি নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করতেন :

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. (حسن رواه الترمذي)

হে চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী! তোমারই করুণা দ্বারা উদ্ধার প্রার্থনা করি। (তিরমিযী)

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين: